যায়যায়দিন

তারিখ 8 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

টাকা দিয়েও যথার্থ সুবিধা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ভর্তির সময় ১৩টি খাতে প্রশাসন নির্ধারিত অর্থ জমা দিয়েও এর বিপরীতে প্রয়োজনীয় কোনো সুবিধাই পাচ্ছে না কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া অন্যান্য খাতেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত প্রথম ব্যাচ থেকে শুরু করে পরবর্তী দুটি ব্যাচসহ মোট তিনটি ব্যাচের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তির সময় ১২ হাজার ৭৬০ টাকা করে আদায় করা হয়। এর মধ্যে ১৩টি খাতে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে তার বিপরীতে কোনো সুবিধাই ছাত্রছাত্রীরা পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ফি হিসেবে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে আদায় করা হলেও গত তিন বছরে কোনো খেলাধুলার আয়োজন করেনি কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রী কল্যাণ ফি ১০০ টাকা এবং রোভার স্কাউটিং ও রেঞ্জার ফি ২০০ টাকা করে জমা নেয়া হলেও স্কাউটিং এবং ছাত্র কল্যাণমূলক কোনো কার্যক্রমই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাতে নেয়নি। প্রথম ব্যাচের প্রত্যেকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মাইগ্রেশন ফির নামে ৩০০ টাকা করে আদায় করা হলেও কাউকেই মাইগ্রেশনের সুযোগ দেয়া হয়নি। পরবর্তী দুই ব্যাচেও যারা মাইগ্রেশন করেনি তাদেরও মাইগ্রেশন ফির জন্য ৩০০ টাকা জমা দিতে হয়েছে। লাইব্রেরি কার্ড, একাডেমিক ক্যালেন্ডার, রশিদ বই, প্রোগ্রামের নিয়মাবলী প্রতিটির জন্য ৫০ টাকা করে আদায় করা হলেও এগুলোর কোনোটিই ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা হয়নি। হেলথ কার্ডের জন্য ৫০ টাকা ও মেডিক্যাল পরীক্ষা ফি ১৫ টাকা জমা দিয়েও মেডিকেল সেবা এবং হেলথ কার্ড কোনোটিই শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না। কয়েকটি সেমিস্টার অতিবাহিত হলেও ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণাঙ্গ কোনো সিলেবাস পায়নি। যদিও সিলেবাসের জন্য প্রত্যেককেই ১০০ টাকা করে জমা দিতে হয়েছে। প্রক্টরিয়াল সার্ভিসের নামে গৃহীত ১০০ টাকা ছাত্রছাত্রীদের কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে তা কারোরই জানা নেই।

এ বিষয়ে ভিসি প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম বলেন, প্রথম থেকে উদ্যোগ নিলে আরো আগেই এ সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতো। আমরা কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে মেডিকেলের কাজ ছোট পরিসরে হলেও শুরু করা হয়েছে। অতিশিগগির অন্য বিষয়গুলো আমরা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি।